রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মার্চ ২০, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৬ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.০৮৩—আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন (আইএসএডব্লিউ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান, লিঙ্গসমতা সুস্থিতকরণে অসামান্য সাফল্য অর্জন এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। গত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে জার্মানির বার্লিনস্থ সিটি কিউব আইটিবি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উক্ত সম্মাননা পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

২। 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৪ চৈত্র ১৪২৫/১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ০৪ চৈত্র ১৪২৫ / ১৮ মার্চ ২০১৯

আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন (আইএসএডব্লিউ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান, লিঙ্গসমতা সুস্থিতকরণে অসামান্য সাফল্য অর্জন এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। গত ৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে জার্মানির বার্লিনস্থ সিটি কিউব আইটিবি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে উক্ত সম্মাননা পুরস্কার হস্তান্তর করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জার্মানিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব ইমতিয়াজ আহমেদ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, নয়াদিল্লীভিত্তিক অলাভজনক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আইএসএডব্লিউ ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে এতদ্অঞ্চলে লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণ এবং নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে কাজ করে আসছে। আইএসএডব্লিউ নারীদের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করে থাকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহিলা ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার সকল উন্নয়ন-উদ্যোগে নারীদের সম্পৃক্তকরণে বদ্ধপরিকর। শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়কোচিত দিক্-নির্দেশনায় সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নারীদের সামগ্রিক উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসমতা নিশ্চিতকরণে যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে এবং এ লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতি ও কর্মপরিকল্পনা এবং গৃহীত হয়েছে নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষা-উদ্যোগ। উন্নয়ন ও অগ্রগতির অংশীদার হিসাবে সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সমভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে অপার সম্ভাবনার দ্বার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কন্যা শিশুর শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারে প্রবর্তিত বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রণোদনা শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের ঝরে-পড়া রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শেখ হাসিনার কার্যকর কর্মোদ্যোগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রজাতন্ত্রের কর্মের সর্বস্তরে মহিলাদের সফল অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা, ক্রীড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিভিন্ন শিল্প-সেবা ও পেশায় বাংলাদেশি নারীর সার্থক উত্তরণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আজ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও অভিনন্দিত হচ্ছে।

দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য শেখ হাসিনার সর্ব-পরিব্যাপ্ত প্রয়াস ও অর্জন বিশ্বব্যাপী অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে। নারীর সামগ্রিক উন্নয়নে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে বেশ কিছু বিরল সম্মাননা পেয়েছেন। উল্লেখ্য, নারী এবং কন্যা শিশু শিক্ষা ও সাক্ষরতা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃক ইতঃপূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তি বৃক্ষ' (Tree of Peace) পুরস্কার এবং মহিলা ও শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য 'সাউথ-সাউথ' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশসহ সমগ্র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী-শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'গ্লোবাল সামিট অব উইমেন' কর্তৃক তাঁকে 'গ্লোবাল উইমেন'স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। একের পর এক এ ধরনের বিরল সম্মান অর্জন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে দৃঢ়তর করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd